ইসলামের সচিত্র গাইড

লেখক

আই. এ. ইবরাহীম

সম্পাদনা পরিষদ

সাধারণ অংশ

ড. উইলিয়াম পিচি (দাউদ)

মাইকেল থমাস (আব্দুল হাকিম)

টনি সিলভেস্টার (আবু খলীল)

ইদ্রিস পালমার

জামাল জারাবুজো

আলী আত-তামীমী

বিজ্ঞান অংশ

প্রফেসর হ্যারোল্ড স্টিওয়ার্ট কুফী

প্রফেসর এফ. এ. স্টেট

প্রফেসর মাহজুব ও.তাহা

প্রফেসর আহমদ আল্লাম

প্রফেসর সালমান সুলতান

সহযোগী অধ্যাপক এইচ. ও. সিন্দি

অনুবাদ

মুহাম্মদ ইসমাইল জাবীহুল্লাহ

অনুবাদ সম্পাদনা

মো: আবদুল কাদের

শাইখ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

আলোকিত প্রকাশনী

ইসলামের সচিত্র গাইড

গ্রন্থস্বত্ব © প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ

জমাদিউস সানি, ১৪৪২ হিজরি / জানুয়ারী, ২০২১ ঈসায়ী

মুদ্রিত মূল্য

১৪৬ (একশত ছেচল্লিশ) টাকা।

অনলাইন পরিবেশক

আলোকিত বই বিতান
Alokitoboibitan.com
Dekhvo.com

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ

হাবিব বিন তোফাজ্জল

প্রকাশক

আলোকিত প্রকাশনী।
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
Facebook.com/AlokitoProkashoni

সূচীপত্র

ইসলামের সত্যতার দলীল

আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিক মু'জিযা	১৪
কুরআন মাজীদ ও মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া	১৪
মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও পাহাড়	২২
কুরআন ও পৃথিবীর সৃষ্টি	২৫
আল-কুরআন ও মানুষের মগজ	২৮
কুরআন ও নদী-সমুদ্র	৩০
কুরআন, গভীর সমুদ্র ও আভ্যন্তরীণ উর্মিমালা	৩৩
কুরআন ও মেঘমালা	৩৬
কুরআনের বৈজ্ঞানিক মু'জিযা: বিজ্ঞানীদের মতামত	৪১
একটি সুরা এনে দিতে চ্যালেঞ্জ	৪৮
মুহাম্মদ (ﷺ) সম্বন্ধে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী	৪৯

মুসা আ. এর মত নবী	৫০
আল্লাহ এই নবীর মুখে তার বাণী রাখবেন	৫২
কুরআনের উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী, যা পরবর্তীতে বাস্তবে ঘটেছে	৫৩
রাসূল (ﷺ) – এর কিছু মু'জিযা (মিরাকল)	৫৪
মুহাম্মদ (ﷺ) – এর অনাড়ম্বর জীবনযাপন	৫৫
ইসলামের বিস্ময়কর বিস্তৃতিলাভ	৬০
ইসলাম গ্রহণের উপকারিতা	
চিরন্তন জান্নাতের পথ	৬২
জাহান্নাম থেকে মুক্তি	৬৫
আসল সুখ ও আত্মিক শান্তি	৬৬
সত্যিকার তাওবা দ্বারা বিগত জীবনের গুনাহ ক্ষমা	৬৭
ইসলাম সংক্রান্ত সাধারণ জ্ঞান	
ইসলাম কি?	৬৯
ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস	
আল্লাহর উপর ঈমান	৬৯

ফেরেশতাদের উপর ঈমান ৭৩
আসমানী কিতাবের উপর ঈমান ৭৩
নবী-রাসূলদের উপর ঈমান ৭৩
শেষ দিবসের উপর ঈমান ৭৪
তাকদীরের উপর ঈমান ৭৪

কুরআন ব্যতীত ইসলামের অন্য কোন উৎস আছে কি?

রাসূল (ﷺ)এর কিছু হাদীস ৭৫
ইসলাম গ্রহণের নিয়ম ৮২

কুরআন মাজীদের আলোচ্য-বিষয়

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় ইসলামের ভূমিকা ৮৬
ঈসা আ. সম্বন্ধে মুসলিমদের বিশ্বাস ৮৭
সন্ত্রাস সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি? ৯০
ইসলামে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার ৯৪
ইসলামে নারীর মর্যাদা কী? ৯৮
ইসলামে পরিবার ব্যবস্থা ৯৯
বৃদ্ধদের সাথে মুসলিমদের ব্যবহার ১০০

ইসলামের পাঁচটি রুকন কী কী?

বিশ্বাসের কালেমা বা لا إله إلا الله محمد رسول الله -এর সাক্ষ্য দেয়া	১০২
সালাত কায়েম করা	১০৩
যাকাত আদায় করা (অভাবীদের সাহায্যার্থে)	১০৪
রমযানের রোজা	১০৪
মক্কায় হজ্জ করা	১০৫

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থার নাম। এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মকে আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করবেন না। তিনি বলেন:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন কিছুকে ধর্ম তথা জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবে তা কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য হবে না। আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" (সুরা আলে ইমরান: ৮৫)

আমরা মুসলিমরা অনেকেই ইসলামকে না জেনে না বুঝে সেটাকে অন্যান্য ধর্মের মতই একটি গতানুগতিক ধর্ম বলে মনে করি। যখন কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে

অভিযোগ তুলে বলে যে, ইসলাম ১৪০০ বছর আগের জন্য যুগোপযোগী ছিল। এখন তা যুগোপযোগী নয়। আমরা তখন তার কথার কোন জবাব দিতে সক্ষম হই না বরং, আমাদের কাছে ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে মনের মধ্যে বিভিন্ন খটকার সৃষ্টি হয়। এটা মুসলিমদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে সহজ করে দিয়েছেন। যে কেউ তার সমস্যার সমাধান একটু কষ্ট করেই ইসলামের কাছ থেকে খুঁজে নিতে পারে। এতে তেমন বেগ পেতে হয় না।

অনেকে মনে করেন, আজকের বিজ্ঞান কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কিন্তু, আসলে কি তাই? না। বরং, আল-কুরআন থেকেই বিজ্ঞানীরা অনেক সময় তাদের গবেষণার কাজে সহায়তা নিচ্ছে। তাদের নতুন নতুন আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফলাফল কুরআন শরীফের সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে।

আমি একদিন আমার এক বন্ধুর সাথে "কুরআন ও বিজ্ঞান" বিষয়ে কথা বলছিলাম। তিনি বললেন: কুরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যে তো মিল নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোন জায়গায় মিল নেই? তিনি বললেন: বিজ্ঞান বলছে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে বিগ-ব্যাং নামক মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে কিন্তু, কুরআন তো তা বলে না। আমি তাকে বললাম: ভাই! আসলে কুরআন নিয়ে পড়াশুনা না করার কারণে আমরা অনেকেই এ রকম কথা বলে ফেলি। অথচ, কুরআন শরীফেই আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সুরা আম্বিয়ায় বলেছেন:

﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾

"অবিশ্বাসীরা (কাফিররা) কি চিন্তা করে না যে, আকাশ ও পৃথিবী একীভূত ছিল (মুখ বন্ধ ছিল) অতঃপর আমি তাদেরকে আলাদা করেছি?"

(সুরা আম্বিয়া:৩০)

এই আয়াতের সাথে তো বিগ ব্যাং এর কোন বৈপরীত্য থাকল না। তবে, যখন দেখা যাবে যে, বিজ্ঞানের সাথে কুরআন শরীফের কোন বিষয় মিলছে না

তখন বুঝতে হবে যে, কুরআন শরীফ যেটা বলেছে সেটাই সত্য; বিজ্ঞানীদের গবেষণা সঠিকভাবে হয় নি। বিজ্ঞানীদের গবেষণার আরও প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, বিগত দিনে এমনই প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলাম শুধুমাত্র কুরআন বা হাদীসে উল্লিখিত বিষয়ের ভিতরেই তার পরিধি ব্যাপ্ত করে রাখে নি। বরং, সেটা যেন নিত্য-নতুনভাবে মানুষের সামনে আসতে পারে সে জন্য নতুন নতুন বিষয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য ইসলামের রয়েছে কিছু কিছু সূত্র। নতুন নতুন বিষয় সামনে আসলে সে সূত্রগুলোর আলোকে তাকে যাচাই-বাছাই করেই সিদ্ধান্ত দেবে স্কলাররা। এ ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা চান তার বান্দারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা ভাবনা করুক। তাই, ছোট-খাট বিষয়কে তাদের চিন্তা-ভাবনার উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

অনেকে প্রশ্ন করেন— ইসলামে চারটা মাযহাব হল কেন?

এর উত্তর হচ্ছে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে উক্ত চার মাযহাবসহ অন্যান্য গ্রহণযোগ্য মাযহাবের প্রবক্তা ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। তাদের মতবিরোধ শুধু ছোটখাটো বিষয়ের উপরে। আর এটা ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত চিন্তা-ভাবনার বিকাশের কারণেই হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, উক্ত ইসলামী স্কলারদের চিন্তা-ভাবনার ও মতামতের মাঝে মতবিরোধ থাকলেও তারা একে অপরকে অত্যন্ত সম্মান করতেন।

ইমাম শাফেয়ী রহ. কথায় আসা যাক— তিনি বলেছেন: যে ফিকহ (ইসলামি হুকুম-আহকাম) -এর ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে চায় সে যেন ইমাম আবু হানিফা রহ. এর গ্রন্থাদি পড়াশুনা করে। (আশবাহ্ ওয়ান নাযায়ের-ইবনে নুজাইম)

এ ছাড়া তিনি বলেছেন: (ভাবার্থে) ফিকহের ক্ষেত্রে মানুষেরা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মুখাপেক্ষী।

এ বইটি অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানতে পারব। এ বইয়ের মধ্যে কুরআনের কিছু নিরাকল্প ছবির মাধ্যমে

উপস্থাপন করা হয়েছে। যা মহাগ্রন্থ আল কুরআন তথা ইসলামের সত্যতারই প্রমাণ বহন করে। সবশেষে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমাকে কুরআন ও হাদীস অনুসারে জাতিকে কিছু উপহার দেয়ার তাওফিক দান করেন এই দোয়া কামনা করে এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। দোয়া কামনায়—

২৪শে জুলাই, ২০১০
মুহাম্মদ ইসমাইল জাবীহুল্লাহ
আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়
কায়রো, মিশর।

ভূমিকা

"ইসলামের সচিত্র গাইড" বইটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে, **ইসলামের সত্যতার পক্ষে কিছু প্রমাণাদি** উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে মানুষের মুখে সচরাচর প্রচলিত কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রশ্নসমূহ হল:

* কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত গ্রন্থ— এটা ঠিক কিনা?
* মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম' আসলেই আল্লাহ তা'আলার নবী কিনা?
* ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম এ কথা কি আসলেই সত্য?

এ প্রশ্নগুলোর জবাবে ছয় ধরনের প্রমাণ উপস্থাপন করে হয়েছে।

১. এ আরবি শব্দগুলোর অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্মরণকে সমুন্নত করুন এবং তাঁকে অপূর্ণতা থেকে রক্ষা করুন।"

এখানে কুরআন শরীফের ভিতরকার কিছু বৈজ্ঞানিক মু'জিযা (মিরাকল) বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিভাগে ছবিসহ এমন কিছু বৈজ্ঞানিক সত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অথচ, চৌদ্দ শ বছর আগেই কুরআন শরীফে তা বলা হয়েছে।

কুরআন শরীফের সূরার মত একটি সূরা এনে দেওয়ার মত চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন কুরআন শরীফের সুরার মত একটি সূরা এনে দেয়ার। কিন্তু, কুরআন নাযিলের পর চৌদ্দ'শ বছর অতিক্রম করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কেউ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এগিয়ে আসে নি। এমনকি কুরআন শরীফের ১০ শব্দ বিশিষ্ট ছোট্ট সূরা সূরাতুল কাউছারের মত সূরা নিয়ে আসতেও তারা এগিয়ে আসে নি।

বাইবেলে বর্ণিত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী। সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. কুরআন শরীফের কিছু আয়াতে কিছু কিছু ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যা পরবর্তীতে বাস্তবে ঘটেছে। উদাহরণ স্বরূপ— কুরআন শরীফে পারস্য সাম্রাজ্যের উপরে রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখিত হয়েছে।

২. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে অনেকগুলো মু'জিযা সংঘটিত হয়েছে। অসংখ্য মানুষ তা চর্মচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছেন।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনাড়ম্বর জীবন-যাপন প্রমাণ করে যে, তিনি দুনিয়ার ভোগবিলাস বা ক্ষমতার জন্য নবুওয়াত দাবি করেন নি।

এই সমস্ত প্রমাণাদি উপস্থাপনের পর সার-সংক্ষেপ দাঁড়ায় যে—

* নিশ্চয়ই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার আক্ষরিক বাণী; এটা তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল

করেছেন।

* নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী।
* ইসলাম নিশ্চিতপক্ষেই সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার মনোনীত দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা।

আমরা যদি কোনো ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চেষ্টা করি তাহলে, আবেগ-অনুভূতির উপর ভিত্তি করে তা করা ঠিক হবে না। বরং, বুদ্ধি খাটিয়ে ও চিন্তা গবেষণা করে তা জানার চেষ্টা করতে হবে। সেজন্যই আল্লাহ তা'আলা যখন কোন নবী প্রেরণ করেছেন তখন তাকে মু'জিযা ও দলীল প্রমাণ দিয়েই সাহায্য করেছেন যা তাকে সত্য নবী বলে প্রমাণ করতে সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে **ইসলাম গ্রহণের উপকারসমূহ** উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে ইসলাম প্রদত্ত কিছু অধিকারকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন:-

১. চিরন্তন জান্নাতের পথ।
২. জাহান্নাম থেকে মুক্তি।
৩. আসল সুখ ও আত্মিক শান্তি।
৪. সত্যিকার তাওবা দ্বারা বিগত জীবনের গুনাহ ক্ষমা করা।

তৃতীয় অধ্যায়ে **ইসলাম সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা** প্রদান করা হয়েছে। এখানে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভুল সংশোধন করার জন্য ইসলামসংক্রান্ত কিছু বহুল প্রচলিত প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। যেমন:-

* সন্ত্রাস সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?
* ইসলামে নারীদের মর্যাদা কী?
* ইসলামে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার।
* ইসলামে পরিবার ব্যবস্থা।
* মানুষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

ইসলামের সত্যতার দলীল

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার প্রিয়তম ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনেক মু'জিযা (আশ্চর্যজনক অলৌকিক কাজ সংঘটিত হওয়া) ও দলীল প্রমাণ দিয়ে সাহায্য করেছেন। সে দলীলসমূহ প্রমাণ করে তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্য নবী। তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা আসমানি কিতাব কুরআন শরীফকে বিভিন্ন মু'জিযা দ্বারা সত্য প্রমাণ করেছেন। উপরোক্ত দলীলসমূহ এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কুরআন মাজীদের প্রতিটি অক্ষরই মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী; এটা প্রণয়নের পিছনে কোন সৃষ্টি জীবের হাত নেই। বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে সে ধরণের কিছু দলীলাদি উপস্থাপিত হবে ইনশাআল্লাহ।

১. আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিক মু'জিযা

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার লিখিত বাণী। আল্লাহ তা'আলা জিবরাইল আ. এর মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তা অবতীর্ণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে তার অন্তরে

গেঁথে ও সাহাবীদের দ্বারা লিখিয়ে নিয়েছেন। সাহাবীরা এটাকে মুখস্থ করেছেন লিখেছেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাথে উচ্চারণ করেছেন। শুধু এটুকুই শেষ নয় বরং, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি-বছর জিবরাইল আ.-কে কবার করে কুরআন মুখস্থ শোনাতেন। যে বছর তিনি মারা যান সে বছর তাকে দুইবার কুরআন শুনিয়েছেন। কুরআন নাযিল হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রচুর সংখ্যক মুসলিম তা মুখস্থ করে এর প্রতিটি শব্দকে নিজেদের অন্তরে গেঁথে নিয়েছেন। এদের অনেকে মাত্র ১০ বছর বয়সেই কুরআন মুখস্থ করতে সক্ষম হয়েছেন। কুরআন নাযিলের পর আজ পর্যন্ত কয়েকটি শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তার একটি অক্ষরেও পরিবর্তন হয় নি।

চৌদ্দ'শ বছর আগে নাযিলকৃত কুরআন শরীফে এমন কিছু বৈজ্ঞানিক আলোচনা স্থান পেয়েছে যা বর্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এগুলোর সত্যতা প্রমাণ করেছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা। এগুলো নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার লিপিবদ্ধকৃত সত্য বাণী। যা তিনি তার প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অবতীর্ণ করেছেন; এ কিতাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা অন্য কারো রচিত নয়। এটা দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার সত্য নবী। চৌদ্দ শ বছর আগেকার কোন মানুষ বর্তমানকালের অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলো বলে দিতে পারে— এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিম্নে আপনাদের সামনে এমন কিছু বিষয়ই তুলে ধরার প্রয়াস চালাব ইনশাল্লাহ।

ক. কুরআন মাজীদ ও মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়া

কুরআন শরীফ মানুষের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (٢١) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٣١) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (٤١)﴾

অর্থাৎ "আর আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির সারাংশ থেকে। অতঃপর আমি তাকে শুক্র-বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি শুক্র-বিন্দুকে জমাট রক্তে পরিণত করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে একটি নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা কতই না কল্যাণময়।"

(সূরা আল-মু'মিনুন: ১২-১৪)

আরবি "الْعَلَقَة" (আলাকা) শব্দের তিনটি অর্থ রয়েছে।

১. জোক

২. সংযুক্ত জিনিস

৩. রক্তপিণ্ড

আমরা যদি জোককে গর্ভস্থ সন্তানের সাথে মেলাতে যাই তাহলে, আমরা দু'টির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাই। নিচের ১ নং ছবিতে সেটা স্পষ্ট।[২] এ অবস্থায় জোক যেমন অন্যের রক্ত খায় তেমনি উক্ত ভ্রূণ তার মায়ের রক্ত খেয়ে বেচে থাকে।[৩]

দ্বিতীয় অর্থের আলোকে আমরা যদি তাকে "সংযুক্ত জিনিস" অর্থে নিই তাহলে দেখতে পাই যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ মায়ের গর্ভের সাথে লেপটে আছে। (২ নং ও ৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

২. The Developing Human, মুর ও পারসাউড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮।

৩. Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah, মুর ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা-৩৬।

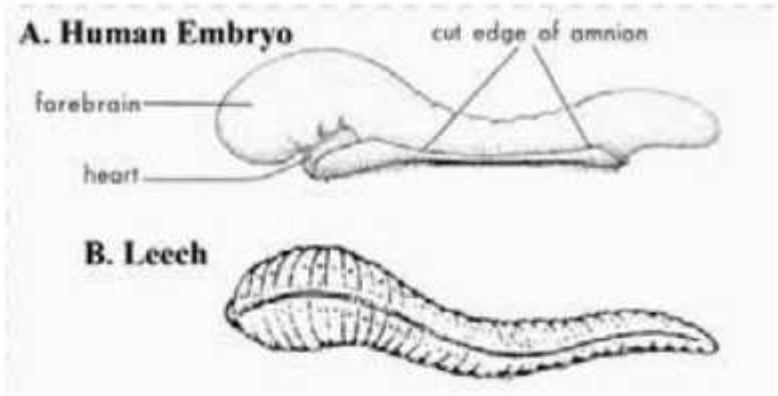

চিত্র-১: চিত্রে জোক ও মানব ভ্রূণকে একই রকম দেখা যাচ্ছে। (জোকের ছবিটি Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah, মুর ও অন্যান্য, গ্রন্থের ৩৭ নং পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে যা হিকম্যান ও অন্যান্যদের প্রণিত Integrated Principles of Zoology গ্রন্থ হতে সংশোধিত রূপ এবং মানব দেহের চিত্রটি The Developing Human, ৫ম সংস্করণ, ৭৩ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে।)

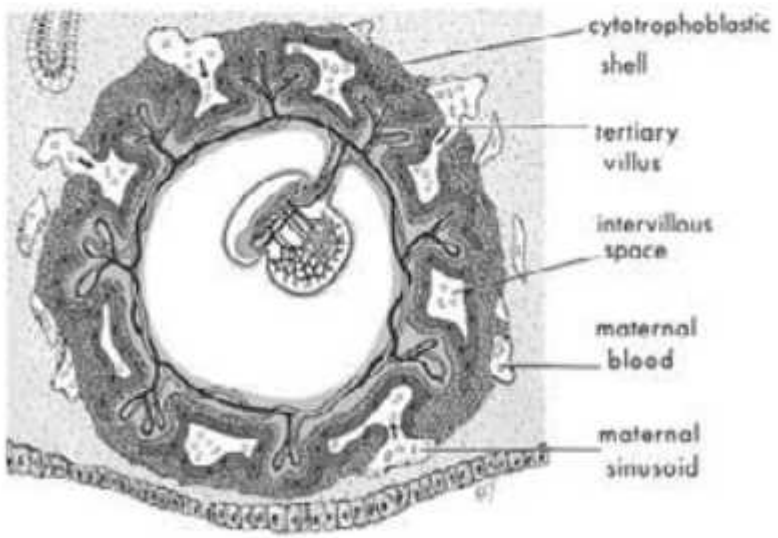

চিত্র-২: এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে উক্ত ভ্রূণটি মায়ের গর্ভের সাথে লেপটে রয়েছে। (চিত্রটি The Developing Human, ৫ম সংস্করণ, ৬৬ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে।)

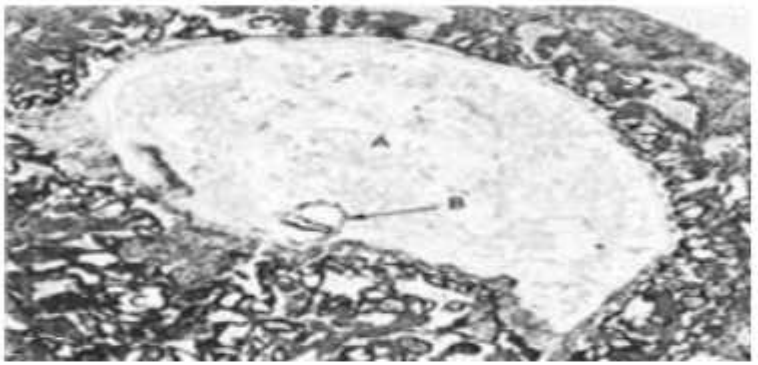

চিত্র-৩: এ চিত্রে দেখা যাচ্ছে (B চিহ্নিত) ভ্রূণটি মাতৃগর্ভে লেপটে আছে। এর বয়স মাত্র ১৫ দিন। আয়তন-০.৬ মি.মি. (চিত্রটি The Developing Human, ৩য় সংস্করণ, ৬৬ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে যা লেসন এন্ড লেসনের Histology গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে)

তৃতীয় অর্থের আলোকে আমরা উক্ত শব্দের "রক্তপিণ্ড" অর্থ গ্রহণ করলে দেখতে পাব যে, তার বাহ্যিক অবস্থা ও তার সংরক্ষিত খাঁচা (আবরণ) রক্তপিণ্ডের মতই দেখায়। উক্ত অবস্থায় এখানে প্রচুর পরিমাণ রক্ত বর্তমান থাকে।[৪] (৪র্থ চিত্র দ্রষ্টব্য) এতদসত্ত্বেও তিন সপ্তাহ পর্যন্ত এই রক্ত সঞ্চালিত হয় না।[৫] সুতরাং, বলা যায়— এ অবস্থা রক্তপিণ্ডের মতই।

৪. কুরআন-হাদীসের আলোকে মানব দেহের প্রবৃদ্ধি, মুর ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা-৩৭ ও ৩৮।

৫. মানবদেহের প্রবৃদ্ধি, মুর ও পারসাউড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৬৫।

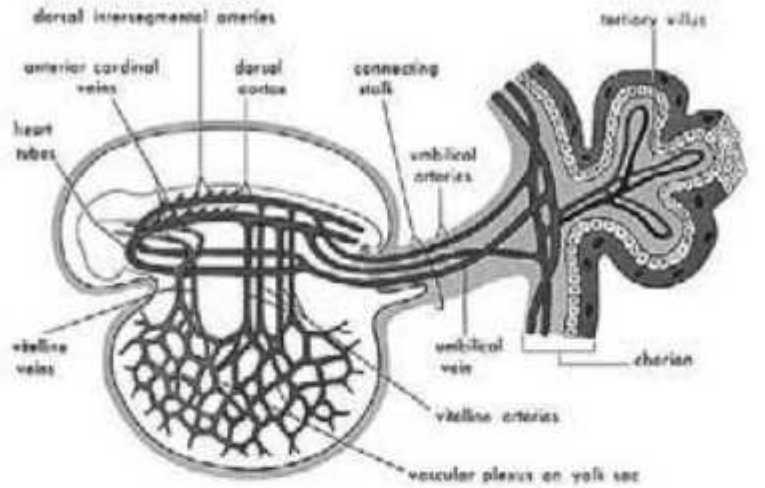

চিত্র-৪: এই চিত্রে ভ্রূণ ও তার আবরণকে তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ রক্ত বর্তমান থাকার কারণে রক্তপিণ্ডের মতই দেখাচ্ছে। (চিত্রটি The Developing Human, ৫ম সংস্করণ, ৬৫ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে)

উক্ত "আলাকা" শব্দের তিনটি অর্থের সাথেই ভ্রূণের বিভিন্ন স্তরের গুণাবলি হুবহু মিলে যাচ্ছে।

কুরআন শরীফের আয়াতে উল্লেখিত ভ্রূণের ২য় স্তর হল— "مُضْغَةٌ" (মুদগাহ)। مُضْغَةٌ হল চর্বিত দ্রব্য। যদি কেউ এক টুকরা চুইংগাম নিয়ে দাতে চর্বণ করার পর তাকে ভ্রূণের সাথে তুলনা করে তাহলে, উক্ত দ্রব্যের সাথে ভ্রূণের হুবহু মিল দেখতে পাবে।[৬] (৫ ও ৬ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

আজ বিজ্ঞানীরা মাইক্রোস্কোপসহ অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে এগুলো আবিষ্কার করেছে কুরআন নাযিল হওয়ার দেড় হাজার বছর পর। তাহলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে এত কিছু জানা কেমন করে সম্ভব যখন এ সবের কিছুই আবিষ্কৃত হয় নি?

৬. মানবদেহের প্রবৃদ্ধি, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৮।

চিত্র-৫: এই চিত্রটি ২৮ দিন বয়সের (মুদগাহ স্তরের) ভ্রূণের চিত্র। উক্ত চিত্রটি দাঁত দ্বারা চর্বিত লোবানের মতই দেখাচ্ছে। (চিত্রটি The Developing Human, ৫ম সংস্করণ, ৭২ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে)

চিত্র-৬: এখানে চর্বিত চুইংগাম ও ভ্রূণের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাই। উপরের চিত্র A তে আমরা ভ্রূণের গায়ে দাঁতের মত চিহ্ন এবং চিত্র B তে চর্বিত লোবান দেখতে পাচ্ছি।

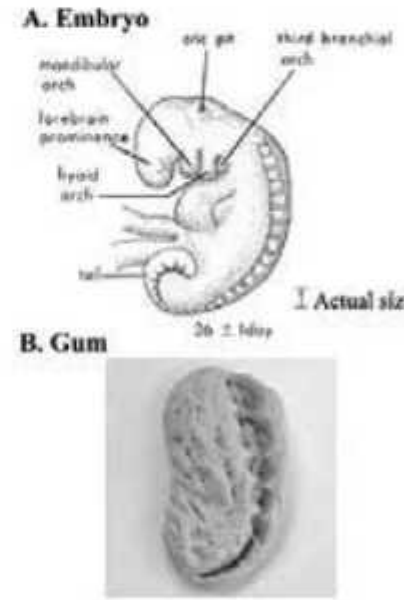

১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে হাম ও লিউয়েনহোক নামক দুই বিজ্ঞানী মাইক্রোস্কোপ দিয়ে মানুষের বীর্যের মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব (Spermatozoma) খুঁজে পান রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের এক সহস্রাধিক বছর পর। এ দুইজন বিজ্ঞানীই আগে ভুলক্রমে বিশ্বাস করেছিলেন যে, মানুষের বীর্যের মধ্যে উক্ত কোষের রয়েছে অতি সামান্য প্রক্রিয়া। নারীর ডিম্বাণুতে আসার পর তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৭]

আর প্রফেসর কেইথ এল. মুর বিশ্বের একজন প্রসিদ্ধ ভ্রূণ-বিজ্ঞানী

৭. মানবদেহের প্রবৃদ্ধি, মুর ও পারসাউড, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৯।